প্রথম আলো

তারিখ 26 DEC 2017
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

অনশন ভাঙালেন মন্ত্রী

শিক্ষকেরা ক্ষোভ নিয়ে ফিরলেন

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

আলোচনা করে দাবি পূরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে—প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমানের এমন আশ্বাসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমরণ অনশন ভেঙেছেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকেরা। শিক্ষকনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে এমন আশ্বাস দেওয়া হয়। তবে নেতাদের অনশন ভাঙার সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়েছেন সাধারণ শিক্ষকেরা। শহীদ মিনারে মন্ত্রীর উপস্থিতিতেই তাঁরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সরাসরি দাবি পূরণের ঘোষণা চেয়েছেন। তবে শেষ পর্যন্ত ক্ষুব্ধ মন নিয়েই তাঁদের বাড়ি ফিরতে হয়েছে।

বেতন স্কেলের বৈষম্য কমানোর দাবিতে গত শনিবার থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকেরা। তিন দিনের মাথায় গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী শহীদ মিনারে গিয়ে শিক্ষকদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিয়ে নেতৃস্থানীয় কয়েকজন শিক্ষককে পানি পান করিয়ে অনশন ভাঙান। এর আগে নিজের বাসায় শিক্ষকনেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন মন্ত্রী।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকদের এক ধাপ নিচে রাখার দাবি জানিয়ে আসছেন সহকারী শিক্ষকেরা। বর্তমানে প্রধান শিক্ষকদের চেয়ে তিন ধাপ নিচের স্কেলে বেতন পান প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকেরা। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকেরা বেতন স্কেলের ১১তম গ্রেডে (এই গ্রেড শুরুর মূল বেতন

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

অনশন ভাঙালেন মন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

১২ হাজার ৫০০ টাকা) বেতন পান। আর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকেরা পান ১৪তম গ্রেডে (এই গ্রেডের শুরুর মূল বেতন ১০ হাজার ২০০ টাকা)। এর বাইরে যেসব শিক্ষকের প্রশিক্ষণ নেই তাঁরা আরও এক ধাপ নিচের স্কেলে বেতন পান। এর মধ্যে সরকার প্রধান শিক্ষকদের চাকরি দ্বিতীয় শ্রেণির করেছে। এ জন্য এখন প্রধান শিক্ষকদের বেতন স্কেল দশম গ্রেডে করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কার্যত এই উদ্যোগের কথা জানার পর সহকারী শিক্ষকেরা আন্দোলনে নামেন। অপরদিকে প্রধান শিক্ষকেরাও দীর্ঘদিন ধরে গ্রেড বৃদ্ধির দাবি করে আসছেন।

শহীদ মিনারে অনশনের তৃতীয় দিনে গতকাল বেলা তিনটার দিকে শিক্ষকনেতাদের একটি প্রতিনিধিদল প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রীর মিন্টো রোডের বাসভবনে বৈঠক করতে যান। এ সময় মন্ত্রী বলেন, তিনি আলোচনায় 'আম্পায়ারের' ভূমিকা পালন করবেন। একই সঙ্গে প্রধান শিক্ষকদের বেতন স্কেল দশম গ্রেড করার উদ্যোগ আপাতত থেমে থাকবে। সহকারী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকদের গ্রেড বৃদ্ধির আলোচনা একসঙ্গে হবে।

মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকনেতা তপন কুমার মণ্ডল সাংবাদিকদের বলেন, এখন মন্ত্রী শহীদ মিনারে গিয়ে শিক্ষকদের অনশন ভাঙাবেন।

সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সন্ধ্যায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী তাঁর মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তফা কামালকে নিয়ে শহীদ মিনারে যান। মন্ত্রী যখন মাইকে বক্তৃতা দেওয়া শুরু করেন তখনই শিক্ষকদের অবস্থান পরিবর্তন হয়। শিক্ষকেরা আশা করেছিলেন, মন্ত্রী দাবি পূরণে সরাসরি ঘোষণা দেবেন। কিন্তু তিনি শিক্ষকনেতাদের সঙ্গে বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা পুনরায় উল্লেখ করেন। এতে বসে থাকা শিক্ষকেরা প্রতিবাদ করে দাঁড়িয়ে যান। তাঁরা চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'মানি না মানি না।' এ সময় শিক্ষকনেতারা তাঁদের থামানোর চেষ্টা করেও নিবৃত্ত করতে পারেননি। এমন এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে মন্ত্রী নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে পানি পান করিয়ে অনশন ভাঙিয়ে চলে যান। তখনো সাধারণ শিক্ষকদের কেউ কেউ মাইক নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিতে থাকেন। কেউ কেউ নেতাদের 'দালাল' বলেও মন্তব্য করতে থাকেন।

মাগুরা থেকে আসা মহিদুল ইসলাম নামের এক শিক্ষক এ প্রতিবেদকের কাছে বলছিলেন 'এটা শিক্ষকদের ঠান্ডা করে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়ার নাটক।' রংপুরের গঙ্গাচড়া থেকে আসা অরুণচন্দ্র সরকার নামের এক শিক্ষক বলেন, এ সিদ্ধান্ত তাঁরা মানেন না। নোয়াখালীর হাতিয়ার চরকৈলাশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নুরুন্নবী শাহীন বলেন, এটা শুভংকরের ফাঁকি।

সন্ধ্যা ছয়টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বেশ কিছু শিক্ষক শহীদ মিনারে ছিলেন। তবে পুলিশ তাঁদের সরে যেতে অনুরোধ করছিল।

এদিকে অনশনের শেষ দিনেও বেশ কয়েকজন শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়েন। আন্দোলনকারী বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক মহাজোটের একজন নেতা মোহাম্মদ সামছুদ্দীন দুপুরে *প্রথম আলোকে* বলেন, সোমবার পর্যন্ত প্রায় ৪০ জন শিক্ষক অসুস্থ হয়েছেন।

শেষ দিনে বিকল্পধারার সভাপতি এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা রুহিন হোসেন প্রিন্সসহ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা সংহতি জানাতে শহীদ মিনারে যান। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিদলও সংহতি জানায়।

বাণিজ্য সচিব
কার্যার্থে/অবগতার্থে